3.3.5. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবণ্টনগত সমস্যা (Few Case Studies related to National and international conflict over water distribution) :

1. কাবেরী জলবণ্টন সমস্যা (Cavery water dispute): দক্ষিণ ভারতের সর্বাধিক আলোচিত ও দ্বন্দ্বপূর্ণ জলবণ্টন সংক্রান্ত সমস্যা হল তামিলনাড়ু ও কর্নাটক রাজ্যের মধ্যে কাবেরী নদীর জলবণ্টন সমস্যা। পানীয় জল ও কৃষিতে জলসেচের পর্যাপ্ত জোগানের জন্য দুইটি রাজ্যের মধ্যে জলবণ্টন নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে 2018 খ্রিস্টাব্দে নির্দেশ জারি করা হয় যে কাবেরী নদীর 404·25 বিলিয়ন কিউসেক জল (55·68%) তামিলনাড়ু এবং 284·75 বিলিয়ন কিউসেক জল (39·22%) কর্নাটক পাবে।

2. কৃষ্ণা জলবণ্টন সংক্রান্ত সমস্যা (Krishna water dispute) : দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান নদী হল কৃষ্ণা। নদীটি মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ—এই চারটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই চারটি রাজ্যের মানুষ কৃষিকাজের জন্য জলসেচ এবং পানীয় জলের উৎসের জন্য অনেকাংশেই কৃষ্ণার উপর নির্ভরশীল।

এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার অধীনস্থ সংস্থা বেচাওয়াত কমিশন (Bachawat Commission) সম্পূর্ণ বিষয়টি সমীক্ষা করে 1973 খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণা জলবণ্টন সংক্রান্ত প্রথম ট্রাইবুনাল (KWDT-I) গঠন করে।

KWDT-I নিয়ে পরবর্তীকালে নানা বিতর্ক তৈরি হওয়ায় 2010 খ্রিস্টাব্দের 31 ডিসেম্বর দ্বিতীয় ট্রাইবুনালের (KWDT-II) খসড়া তৈরি করা হয়। এই ট্রাইবুনালে স্থির হয় মহারাষ্ট্র 666 বিলিয়ন কিউসেক, কর্নাটক 911 বিলিয়ন কিউসেক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ 1,001 বিলিয়ন কিউসেক জলের ভাগ পাবে।

3. গোদাবরী জলবণ্টন সংক্রান্ত সংস্যা (Godavari water dispute) : দক্ষিণ ভারতে গঙ্গা হিসাবে পরিচিত গোদাবরী নদীটি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এতগুলি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জলবণ্টন নিয়ে সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

Scanned by TapScanner

ভারত সরকার 1980 খ্রিস্টাব্দের 7 জুলাই গোদাবরীর জলবণ্টন সমস্যা সংক্রান্ত ট্রাইবুনাল (GWDT) তৈরি করে।

4. নর্মদা জলবণ্টন সমস্যা (Narmada water dispute) : নর্মদা নদীটি মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং রাজস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অন্যান্য জলবণ্টন সমস্যার মতো নর্মদার জল নিয়েও উক্ত চারটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাধে। তাই অন্যান্য নদীর ন্যায় নর্মদার ক্ষেত্রেও বিচারপতি রামাস্বামীর নেতৃত্বে 1976 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নর্মদা জলবণ্টন সমস্যা সংক্রান্ত ট্রাইবুনাল পাস হয়।

5. সিন্ধু জলবণ্টন সমস্যা (Indus water dispute) : সিন্ধু ও তার প্রধান পাঁচটি উপনদী—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিপাশা ও ঝিলামের উৎস ভারতে হলেও তার নিম্নপ্রবাহের অধিকাংশটাই পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই দেশভাগের পর এই নদীগুলির জলবণ্টন নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে উভয় দেশের মধ্যে 1960 খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয়—

1. ভারত ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু—এই তিনটি নদী যার গড় জলপ্রবাহের পরিমাণ 33 মিলিয়ন একর ফুট, ভোগ করার অধিকার পাবে।
2. এর পরিবর্তে পাকিস্তান সিন্ধু ও তার উপনদী চন্দ্রভাগা ও ঝিলামের গড়ে 80 মিলিয়ন একর ফুট জল ভোগ করার অধিকার পাবে।
3. এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত উক্ত নদীগুলির জল 10 বছর পর্যন্ত পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য থাকবে। এর মধ্যে পাকিস্তান নিজেদের জলসেচ ব্যবস্থা তৈরি করে নেবে।

6. গঙ্গা ও তিস্তা নদী সংক্রান্ত জলবণ্টন সমস্যা (Ganges and Tista water dispute) : ভারত ও বাংলাদেশ সম্মিলিতভাবে 54টি নদীর জল নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে। এই উদ্দেশ্যে 1972 খ্রিস্টাব্দে জলবণ্টন সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠন করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলির অধিকাংশের উৎস ভারতে। আবার বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেরও এগুলি প্রধান নদী। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সবই নির্ভর করে নদীগুলির ওপর। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের জলের বণ্টনগত সমস্যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মূলত গঙ্গা ও তিস্তা নদীর জলবণ্টনগত সমস্যা নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিবাদ।

Scanned by TapScanner